মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd January, 2025

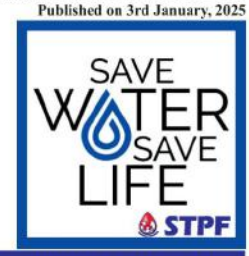

January, 2025 Volume-X, Issue-XI | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

মনমোহনের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি- দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের (৯২) জীবনাবসান হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লির এইমসে। তাঁর স্ত্রী এবং তিন কন্যা রয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

গভর্নর, অর্থ সচিব সহ অন্যান্য উঁচু সরকারি পদে। বিভিন্ন সরকারের আমলে অর্থমন্ত্রী সহ নানা পদে কাজ করে আমাদের দেশে আর্থিক নীতিতে বহু স্বাক্ষর রেখে গেছেন মনমোহন সিংহ। সংসদে তাঁর ভূমিকা ছিল অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। দেশের প্রতি তাঁর অবদান অসীম। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের মূল রূপকার হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে। দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, নেতৃত্ব আওয়াজ নয়, সুগভীর দর্শন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে ওঠা বিভিন্ন দুর্নীতি যে সারবত্তাহীন ছিল তা পরে প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়কালকে ছাপিয়ে পরম্পরা থেকে যাবে কারণ তিনি ছিলেন অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল কারিগর।

শীতের সকালে সচেতনতার ধ্বনিতে জাগল শহর

বিশ্ব এইডস্ দিবসে শ্যামবাজার থেকে সচেতনতা র‍্যালির যাত্রা শুরু নিজস্ব চিত্র

নজস্ব প্রতিনিধি- ব্যস্ত জনপথে হাজারো পায়ের পদধ্বনি। বিধান সরণীর বুক চিড়ে চলেছে একটি অরাজনৈতিক র‍্যালি। বিশ্ব এইডস্ দিবস (১ ডিসেম্বর, ২০২৪) উপলক্ষ্যে দেশকে এইডস্-থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করার জন্য এই র‍্যালি। এই সুসজ্জিত র‍্যালির উদ্যোক্তা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং অসংখ্য ক্লাব সংগঠন। র‍্যালির সাথে সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান, সেমিনার, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও বিশেষভাবে প্রতিবন্ধীদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং নিখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ প্রদানও ছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ।

প্রতিবছরই এইডস্ দিবসকে সামনে রেখে একটি বৃহৎ আকারের র‍্যালির আয়োজন করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী এবছর বিশ্ব এইডস্ দিবসের দিন অর্থাৎ ১ ডিসেম্বরেই এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সব সদস্য, অসংখ্য ক্লাব কর্তা, কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিক এবং সংগঠনের সদস্যরা সকলে মিলে পায়রা এবং ফানুস উড়িয়ে র‍্যালির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। র‍্যালির যাত্রা শুরু হয় শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে। বিধানসরণী হয়ে বিডন স্ট্রিট, সি আর এভিনিউ, বাগবাজার প্রদক্ষিণ করে ফের র‍্যালি ফিরে আসে শ্যামবাজারে। সেমিনার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাপস মহারাজ, সমাজসেবী সঞ্জীব সাহা, রেকর্ড রক্তদাতা এবং সমাজসেবী পরেশ সরকার, ড. পবিত্র কুমার সাহা, মিয়াজ, প্রাক্তন পৌরমাতা ঝুমা দাস, লালবাজারের পুলিশ আধিকারিক প্রবীর কর্মকার, রঞ্জিত ভদ্র, বিধায়ক অশোক দেব, স্থানীয় পৌরপিতা সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুকার বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, টালা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মলয় দত্ত, সমাজসেবী কিষেন জয়সওয়াল, সমাজসেবী ডি আশীষ, সচেতনের মানিক দাশগুপ্ত, সংবদনের সমিত সাহা, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য, সিটি কেবলের ডিরেক্টর এবং সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য তিনকড়ি দত্ত, পুরমাতা ড. মীনাক্ষী গাঙ্গুলি, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি মোহন কুমার সিং, সংগঠনের সহ-সভাপতি সারদাত্মানন্দ ও ডক্টর শেখর ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ অজয় চৌবে, পৌরপিতা খোকন দাস সহ অন্যান্যরা। এইডস্ এবং থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সকল বক্তা। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকলকে বরণ করে নেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

চলার পথে ১৫টি মঞ্চে এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানায় কালীবাড়ি ইয়ং স্টার, হাতিবাগান হকার বন্ধু, হরি ঘোষ স্ট্রিট পল্লীবাসীবৃন্দ, বৃন্দাবন বোস লেন নেতাজি তরুণ সংঘ, সত্যিকথা পত্রিকা, ২৬ নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি, বিডন স্ট্রিট সার্বজনীন দুর্গোৎসব, প্লেয়ার্স ক্লাব, ভাই ভাই একতা সংঘ, সংবেদন, শোভাবাজার ৯-এর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, কুমোরটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব, সৈকত মুখার্জি ভারতীয় ফুটবল

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

ফিরছে পাশ-ফেল

নয়াদিল্লি- আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে ফিরছে পাশ-ফেল প্রথা। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানিয়েছে কেন্দ্র।

বিল জেপিসিতে

নয়াদিল্লি- 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে লোকসভায় পেশ করা দুটি বিল ভোটে নিয়মানুযায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না। দুটি বিলই যেতে পারে জেপিসিতে।

জিএসটি

নয়াদিল্লি- জীবনবিমা, স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে জিএসটি কমানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হল না। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে পরিষদের বৈঠকে ফের এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

আম্বেদকর নিয়ে

নয়াদিল্লি- স্বাধীনতার পর জলশক্তির যোজনা, বাঁধ তৈরির মতো ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে- ছিলেন একমাত্র আম্বেদকর। দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

এক পলকে রাজ্য

ফের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি- আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কোর্টের নির্দেশ নিয়ে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ফের অবস্থান শুরু করল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স'। 'অভয়া মঞ্চে'-র তরফে সংগঠিত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলল ১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

প্রাথমিকে সেমেস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস বদল হচ্ছে। এবার থাকছে সেমেস্টার এবং ক্রেডিট পয়েন্ট সিস্টেম। এই নতুন বছর থেকেই চালু হচ্ছে এই নিয়ম। খবরটি জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। প্রথম এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে রাজ্য।

শহরের নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাংলাদেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং শহরের জঙ্গিদের আনাগোনা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট সজাগ। নগরপাল মনোজ বর্মা বলেছেন, শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

বোঝা হালকা

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'হিডকো'-র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ফিরহাদ হাকিমকে। এখন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে এল হিডকো। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

প্রয়াত তবলার জাদুকর জাকির

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিনা মেঘে বজ্রপাত। উস্তাদ জাকির হোসেন নেই। হঠাৎ যেন গোটা পৃথিবীটা তাল-ছন্দহীন হয়ে পড়ল। সুদূর সান ফ্রান্সিসকোর এক

হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন তবলা সম্রাট। সান ফ্রান্সিসকোতে সময় তখন ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪টে। ভারতীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটা। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। একদিকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছিল, অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ। উস্তাদ আল্লারাখার সুযোগ্য পুত্র জাকির হোসেন রেখে গেছেন স্ত্রী আন্তোনিয়া, দুই কন্যা ও বিশ্বজোড়া অসংখ্য অনুরাগীকে।

কেউ কখনও জানতে চাননি, তিনি তবলা বাজান, না ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, না ইংরেজি শিক্ষক। আসল গন্ধর্ব এমনই হয়ে থাকে। সেই চোখ, সেই হাত, সেই অনাবিল হাসি, সেই ব্যক্তিত্ব, সেই অমায়িক ব্যবহার, সুরসিক, সেই মেধা, প্রজ্ঞা—কয়েক কোটিতে একজনই হয়।

তবলাকে বাদ দিয়ে কোনও কিছুই ভাবতেন না উস্তাদ জাকির। ফলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, তবলা রয়েছে অথচ তিনি নেই। কারণ উস্তাদ ছিলেন কিংবদন্তি। তিন বছর বয়স থেকে তবলার পাঠ শুরু জাকিরের। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে জাদুশিল্পীর তবলা শুনে বড় বড় ওস্তাদ থেকে শুরু করে চুনোপুঁটিরাও সমস্বরে বলে উঠতেন কেয়া বাত, কেয়া বাত। আবার ফিরে এসো জাকির ভাই।

চলে গেলেন সমান্তরাল ছবির কারিগর শ্যাম বেনেগাল

মুম্বই- মুম্বইতে ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রয়াত হলেন হিন্দির সমান্তরাল ছবির প্রধান কারিগর শ্যাম বেনেগাল (৯০)। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ছিল কিডনির সমস্যাও। তাঁর একমাত্র কন্যা

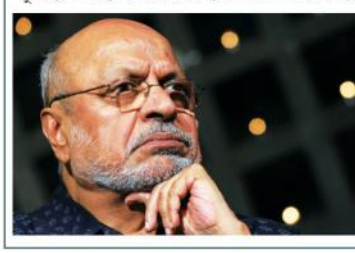

পিয়া বেনেগাল তাঁর প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেছেন। 'ভারত এক খোঁজ' থেকে 'চরণ দাস চোর' পর্যন্ত অবাধ গতিবিধি ছিল এই চিত্র পরিচালকের। ভারতের মুসলিম নারীর অভ্যন্তরীণ গণ্ডিতে ঢুঁ মেরে তাঁর তৈরি ট্রিলজি— 'মাম্মো', 'সরদারি বেগম', 'জুবেইদা'। বলিউডের সঙ্গী হয়েও স্বতন্ত্র ছিল তাঁর ছবি। ভারত সরকারের হয়ে প্রচুর কাজ করেছেন তিনি। তাঁর হিন্দি ছবি 'অঙ্কুর' অনেক বেশি সংখ্যক দর্শকদের মন জয় করেছিল এবং সেই ধাক্কার প্রভাব ছিল ব্যাপক। এই অঙ্কুরে অভিনয় করেছেন শাবানা আজমি, অনন্ত নাগ এবং সাধু মেহের। প্রথম ছবিতেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন শাবানা। এই ছবিকেই কেন্দ্র করে ক্রমশ উঠে আসেন স্মিতা পাতিল, নাসিরুদ্দিন শাহ, ওম পুরী, অমরীশ পুরী, কুলভূষণ খারবান্দা। এরপরেও যোগ হয়েছে নীনা গুপ্ত, রাজিত কাপুর এবং রাজেশ্বরী সচদেব।

এখানে - ওখানে

মুরারিপুকুরে রক্তদান শিবির

বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- মুরারীপুকুর শান্তি সংঘের উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই শিবিরে এলাকার অধিকাংশ মানুষ এসে তাদের রক্তদান করেন। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। রক্তদানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তিনি।

শীতের সকালে সচেতনতার ধ্বনিতে জাগল শহর

প্রথম পাতার পর

প্লেয়ার্স এজেন্ট,' বাগবাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি এবং বাগবাজার জলছত্র।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই র‍্যালিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা তাঁদের ব্যানার নিয়ে যোগ দেন।এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক সমাজসেবী অনেক শিশুদের একত্র করে এই র‍্যালিতে নিয়ে আসেন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে। বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের র‍্যালিতে একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়।

সকাল ১০টায় সংগঠনের অডিটোরিয়ামে শুরু হয়ে যায় স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। পথ চলতি মানুষেরা যোগ দেন স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবে। রক্তদান উৎসবের শেষে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের বসে আঁকো প্রতি যোগিতাও শেষ হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথাগতভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ণয় করা হয় ঠিকই কিন্তু অংশগ্রহণ কারীদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। শেষে থ্যালাসেমিয়া রোগিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জীবনদায়ী ওষুধ। বহুমুখী এই অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

বিধান সরণী দিয়ে এগোচ্ছে র‍্যালি

প্রয়োজনীয় দান

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন দ্বারা পরিচালিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভরসার উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর সকালে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। 'উই আর দ্য কমন্ পিপল্'-র পক্ষ থেকে ভরসার শিক্ষণ কর্তৃপক্ষের হাতে একটি মাইক্রোওভেন তুলে দেন শুভজিৎ দত্তগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোওভেন দাতা সাগর দেব মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল ভরসার ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরি একটি শিল্পকলার প্রদর্শনীর। এছাড়া ভরসার ছেলেমেয়েরা পরিবেশন করে গান, নাচ এবং আবৃত্তি।

রিষড়ায় প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- রিষড়াতে সিটিজেন রাইটস্ প্রোটেকশন কাউন্সিল এবং ন্যাশানাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো-র বাৎসরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের দায়িত্ব পালন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে যে সব সদস্যরা এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রধান নিলয় চ্যাটার্জি, কলকাতা শাখার প্রধান সুদীপ চাকি এবং দুই ২৪ পরগণার কর্ণধার অসিত কর্মকার সহ অন্যান্যরা। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আগত প্রতিনিধিদের প্রাথমিক সেবা শুশ্রুষার দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ করা হয়েছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনকে।

শিশু দিবসে নিখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান

জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- উওমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা এয়ারপোর্ট-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রবীণ সদস্য বিবেকানন্দ ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসে ১০ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান করা হল। উওমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা এয়ারপোর্ট দীর্ঘদিন যাবৎ শিশুদিবসে একটি মনোজ্ঞ কর্মসূচী পালন করার পরিকল্পনা করেছিল। তাঁদের এই ইচ্ছাকে সাকার করেন বিবেকানন্দ ঘোষ। বিবেকানন্দ বাবুর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ১৪ নভেম্বর অডিটোরিয়ামে এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল।

উওমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা এয়ারপোর্ট-এর পক্ষ থেকে জয়ন্তী মৈত্র ও অন্যান্য সদস্যারা একে একে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাতে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা।

রবিন হুড আর্মির সফল প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি- রবিন হুড আর্মি বড়দিনের জন্য কেক, টুপি এবং বিভিন্ন আর্ট সামগ্রির বরাত দিল ভরসাকে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন 'ভরসা' নামে একটি প্রশিক্ষণ সংস্থা তৈরি করেছে। এখানের ছাত্রছাত্রীদের নিখরচায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। রবিন হুড

ভরসা এবং রবিনহুড আর্মির সকলে

আর্মি একটি এনজিও। তাদের বড়দিনের অনুষ্ঠানের জন্য কেক, টুপি এবং বিভিন্ন আর্ট সামগ্রী ভরসার থেকে কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করে রবিন হুড আর্মি। ২০ ডিসেম্বর সংগঠনের অডিটোরিয়ামে রবিন হুড আর্মির মেঘনা ইয়াসমিন, বিশ্বজিৎ অধিকারী, সুপর্ণা বিশ্বাস, রুপশ্রী দাশগুপ্ত এবং ভরসার অধ্যক্ষ নিবেদিতা আচার্য্য সহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে একটি অনাড়ম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বরাত দেওয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ভরসার ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

বঙ্গবাসী কলেজে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

স্বাস্থ্য শিবিরে বিধায়ক অশোক দেবকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর কলেজে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বিধায়ক অশোক দেব, কলেজ অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ দত্ত, ম্যাক কো-অর্ডিনেটর ডাঃ মৌমিতা সরকার, আইকিউএসি ডাঃ রাধারমন ভোড়, জেনারেল বডির সম্পাদক জওহরলাল দাস, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ব্লাড সুগার, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, পালস রেট, শরীরের ওজন, ইসিজি, বিএমডি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করান ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি মনোজ্ঞ কুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। কুইজে অংশগ্রহন করেন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা। কুইজ শেষে সফল উত্তরদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শিশুদের স্লিপ অ্যারোসাল ডিসঅর্ডার পুষে রাখবেন না

সঞ্জীব আচার্য্য

ঘুমের উত্তেজনাজনিত ব্যাধি, শিশুদের মধ্যে বেশি। এর সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা করা যেতে পারে। স্লিপ অ্যারোসাল ডিসঅর্ডার (এসএডি) শিশুদের মধ্যে সাধারণ। অনেক ক্ষেত্রে, একজন বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি আসলে গভীর ঘুম থেকে আংশিক জাগরণ বা "ধীর-তরঙ্গ ঘুম" নামে পরিচিত। এসএডি শারীরিক এবং মৌখিক ক্রিয়াকলাপকে জড়িত করে একটি শিশু ঘটনাগুলির সময় পুরোপুরি জাগ্রত বা সচেতন থাকে না। অন্যরা তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে সে সাড়া দিতে পারে না। ঘুমের সময় কী ঘটেছিল তা সে মনে করতে পারে না। অথবা আংশিকভাবে মনে করতে পারে। এটি আসলে মস্তিষ্কের তরঙ্গ কার্যকলাপের একটি পরিবর্তন।

সমস্যাটি প্যারাসোমনিয়াস নামে পরিচিত নন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (এনআরইএম)। ঘুম থেকে উদ্দীপনার ব্যাধি হিসেবেও আলোচনা করা হয়। প্যারাসোমনিয়া হল ঘুমের সাথে সম্পর্কিত ব্যাঘাতমূলক ব্যাধি। এর মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তিকর উত্তেজনা, ঘুমের ঘোর, ঘুমের আতঙ্ক এবং একই রকমের রূপ। যেমন অস্বাভাবিক নড়াচড়া, কথাবার্তা, আবেগ এবং ক্রিয়া যা ঘুমানোর সময় ঘটে। এমনকি বিছানার সঙ্গীও ভাবতে পারে যে, ব্যক্তি জেগে আছে।

কেন এটা ঘটবে?

এটি ঘুমের গুণমান, সময় এবং পরিমাপের সাথে সমস্যা জড়িত হতে পারে। দিনের বেলায় কষ্ট এবং কাজকর্মে ব্যাঘাতের কারণে এটি ঘটতে পারে। এটি চিকিৎসা অবস্থা বা অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা মানসিক ব্যাধিগুলির সাথেও ঘটতে পারে।

কে সবচেয়ে বেশি প্যারাসমনিয়ায় আক্রান্ত হয়?

এটি প্রধানত দুই ধরনের। নন NREM এবং REM। NREM প্যারাসোমনিয়া সাধারণত 5 থেকে 25 বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটে। এটি প্রায়ই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটে যাদের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে। দুঃস্বপ্নের মতো কিছু প্যারাসোমনিয়া মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং পুরুষদের মধ্যে সেক্সোনিয়াল বেশি দেখা যায়।

সিরিয়ায় দীর্ঘ আসাদ যুগের অবসান

সিরিয়ার রাস্তায় বিপ্লবীদের জয়োল্লাস

সিরিয়া- টানা ৫০ বছর পর সরকার বিরোধী বিদ্রোহের জেরে সপরিবারে প্রাসাদ ছেড়ে পালালেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ মিশর, ইয়েমেন, টিউনিশিয়াতে এই একই অবস্থা হয়েছিল অতীতে। প্রেসিডেন্ট পালিয়ে কোথায় গিয়েছেন তা নিয়ে নানারকম গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। পরে জানা গেছে তিনি রাশিয়াতে গেছেন। প্রথমদিকে একমাত্র সিরিয়াতেই বিদ্রোহ দমনে কিছুটা সাফল্য পেয়েছিলেন আসাদ। তাঁর পাশে ছিলেন রাশিয়া এবং ইরান। বিদ্রোহীদের মদত দিয়েছে আমেরিকা। সিরিয়ার মিত্র দুটি দেশ রাশিয়া ও ইরান সম্প্রতি ঘোষণা করে যে, পরিস্থিতি রীতিমতো ভয়ংকর। এই গৃহযুদ্ধে রাশিয়া এবং ইরান শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার পাশে তেমনভাবে থাকেনি। কারণ রাশিয়া ব্যস্ত ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। অন্যদিকে, ইরান ব্যস্ত ইজরায়েলের যুদ্ধ নিয়ে। দামাস্কাস শহর স্বাধীন হয়েছে। সিরিয়ার সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে উৎসব পালন করছে। দামাস্কাসের সেন্ট্রাল স্কোয়ারে ভাঙ্গা হয়েছে আসাদের মূর্তি। রাজপ্রাসাদে ঢুকে লণ্ডভণ্ড অবস্থা করেছে সাধারণ মানুষ। তবে নতুন সরকার নিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা হয়নি। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বক্তব্য, ''অবিচার, অন্যায়ের অবসান হয়েছে। খুলে গিয়েছে ভবিষ্যতের নতুন দিগন্ত।

বাংলাদেশে জাহাজে রক্তে ভাসছে মৃতদেহ

চাঁদপুর- বাংলাদেশে ২৩ ডিসেম্বর চাঁদপুরের কাছে মেঘনায় মাঝনদীতে একটি মালবাহী জাহাজের মধ্যে ৭ জন কর্মীকে খুন করা হয়। এরা সংখ্যায় ছিলেন ৮ জন। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর চট্টগ্রামের বন্দর থেকে সারের বস্তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আর ডি এক্স জাতীয় বিস্ফোরক এই জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এগুলি বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিদের পাঠানো হয়েছে। মাঝনদীতে ওই বিস্ফোরক হাত বদল হওয়ার পর সাক্ষী লোপাটের উদ্দেশ্যেই নাবিকদের খুন করা হয়। পুলিশের বিশেষ বাহিনী এক যুবককে আটক করেছে। জাহাজটি নাম 'এম ভি আল বাঘেরা'।

খুন আফগানমন্ত্রী

কাবুল- এগারো ডিসেম্বর দুপুরে কাবুলে নিজের মন্ত্রকে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মারা গেলেন শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রী খলিল-উর রহমান হক্কানি। বিস্ফোরণের জেরে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আত্মঘাতী জঙ্গিটি। কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে ২০০৮ সালে বিস্ফোরণের নেপথ্যে ছিলেন সেই সময়কার কুখ্যাত অপরাধী হক্কানি।

সাগরপারের টুকিটাকি

সুনীতাদের ফিরে আসা

ফ্লোরিডা- একটার পরে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নাসার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী ব্যারি বুচ উইলমোরের আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আই এস এস) থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসা আরও পিছিয়ে গেল। মার্চের শেষে, নয়তো এপ্রিল মাসের শুরুতে ফিরবেন সুনীতারা। দেরি হওয়ার কারণ, স্পেস এক্সের যে যানে তাঁরা ফিরবেন, সেটি নতুন। আরও কিছু প্রযুক্তি সেই যানে যুক্ত করতে হবে। গত ৫ জুনে ৮-৯ দিনের জন্য যে অভিযান শুরু হয়েছিল, তা দশ মাসে গিয়ে শেষ হবে।

কাজাখস্তানে ভেঙ্গে পড়ল বিমান

ভেঙ্গে পড়া বিমানের টুকরো ঘিরে রেখেছেন নিরাপত্তা কর্মীরা

আকতাও- জরুরি অবতরণ করার সংকেত পাঠিয়েছিলেন বিমানচালক। বেশ কয়েকবার ল্যান্ডিং করার চেষ্টাও করেছিলেন চালক। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। বড়দিনের সকালে কাজাখস্তানের আকতাও শহরের একটি বিশাল মাঠে ভেঙ্গে পড়ল আজারবাইজান এয়ার লাইন্সের একটি যাত্রিবাহী বিমান। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। জীবিত অবস্থান উদ্ধার করা হয়েছে ৩২ জনকে। বিমানের পেছনে বসা যাত্রীদের অনেকেই প্রাণে বেঁচেছেন। উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের অধিকাংশেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে দুটি শিশুও রয়েছে। আজারবাইজানের রাজধানী শহর বাকু থেকে মোট ৬৭ জন আরোহীকে নিয়ে উড়েছিল জে-২-৮২৪৩ উড়ানটি। গন্তব্য ছিল রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশের গ্রজনি।

মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ট্রাম্পের সওয়াল

ওয়াশিংটন- আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২৩ ডিসেম্বর ৪০ জন অপরাধীর মধ্যে ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন। বাইডেনের এই সিদ্ধান্তে ব্যাপক চটেছেন ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এই সিদ্ধান্তকে আদৌ সমর্থন করছেন না বলে জানিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, বিচার বিভাগকে অনুরোধ করব যাতে এদের মৃত্যুদণ্ড ফের বহাল করা হয়।

পুরনো নিয়ম ফিরছে

ঢাকা- আদালতের রায়ে বাংলাদেশে ফের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন করানোর পথ খুলে গেল। হাসিনার-আমলে সংবিধান সংশোধন করে এই ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়েছিল।

প্রতিষেধক

মস্কো- ক্যান্সারের প্রতিষেধক তৈরি। এরকমটা দাবি করল রুশ স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ২০২৫ সাল থেকে দেশ জুড়ে বিনামূল্যে টিকাকরণ শুরু হয়ে যাবে। এই টিকা ক্যান্সার হওয়া আটকে দেবে না, কিন্তু চিকিৎসায় সাহায্য করবে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ লিভারের সিরোসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোকপাত করলে ভালো হয়। আমার কাকার এই রোগ আছে।

অলক দত্ত, মানিকতলা

উঃ সিরোসিস অব লিভার কেন কঠিন একটি রোগ। এর চিকিৎসা খুবই কঠিন। এই রোগে সেরকম কোনো ওষুধ এখন নেই। একমাত্র উপায় লিভার প্রতিস্থাপন (liver transplantation) মৃত ব্যক্তির থেকে অথবা জীবিত ব্যক্তির (Donar) থেকে লিভারের অংশ প্রতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যা করতে হবে তা হচ্ছে এই রোগের থেকে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসা। অনেকেরই পা ফোলা বা পেট ফোলা থাকে। সেক্ষেত্রে নুন খাওয়া কমাতে হবে। ডাইউরেটিক জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। এবং বেশি পেট ফুলে গেলে জল বার করতে হয়।

এই অসুখের আর এক সমস্যা হল খাদ্যনালীর মধ্যে স্ফীত শিরা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়া। সেক্ষেত্রে সব জায়গায় ব্যান্ড লাইজেশন করে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ। যেমন—প্রোপানোলল দিলে এই রক্তপাতের সম্ভাবনা কম হয়। অ্যালকোহল নেওয়া বন্ধ করা দরকার। ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

Hepatic Encethalopathy হল এই রোগের আর এক জটিলতা। এক্ষেত্রে খাবারে প্রাণীজ প্রোটিন বন্ধ করতে হবে। এককরমের তরল ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া মেট্রোমিডাজোল, অ্যামাক্সিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টি বায়োটিকও দেওয়া হয়।

Chronic Hepatik Encephalopathy থাকলে Portocayal Shunt করা হয়। ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন বসাতে হয়?

রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারী চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block) বা কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে।

হার্টের নিজস্ব পেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত (A Node থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node, HI5 Purkinje (system এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে পড়ে।

যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এর উপসর্গ।

পেসমেকার একটি পালস জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারি চালিত এবং এর সঙ্গে লীড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়।

যখন হার্ট ব্লক সাময়িক হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়।

স্থায়ী পেসমেকার বসানোর সময় বুকের একদিকে (সাধারণতঃ ডানদিকে) কলার বোনের নীচে খানিকটা কাটা হয়। ঐ জায়গা লোকাল অ্যানেথেসিয়া দিয়ে আশ করে দেওয়া হয় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে। শিরার মধ্য দিয়ে লীডকে হার্টের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং চামড়ার নীচে একটি জায়গা সৃষ্টি করে (pocket) সেখানে

প্রঃ ডায়ালিসিস সম্বন্ধে বিশদে জানতে চাই। *অরুণ দত্ত, বালিগঞ্জ*

উঃ ডায়ালিসিস হল এককরমের প্রক্রিয়া। যার সাহায্যে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ এবং জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিডনির অসুখ থাকলে ডায়ালিসিস করা হয়।

যখন কিডনির অসুখ সাময়িক হয় এবং পরে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস কিছু সময়ের জন্য করা হয়। কিন্তু কিডনির অসুখ যদি স্থায়ী হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়। ডায়ালিসিস অনেকরই হয় এবং এর সম্বন্ধে জানার আগ্রহ অনেকেরই থাকে। এখানে ডায়ালিসিস সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল—

যেসব ক্ষেত্রে সাময়িক ডায়ালিসিস করতে হয়, অর্থাৎ কিডনির অসুখ ক্ষণস্থায়ী, সেগুলি হল—এ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনে ফ্রাইটিস, ইনফেকশন, সেপসিস, সর্পদংশনের ফলে কিডনি হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি। আবার দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ যেমন ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসারের জটিলতা থেকে উদ্ভূত কিডনির রোগ, ওষুধ থেকে হওয়া কিডনির অসুখ, কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ফলে হওয়া কিডনির অসুখ (যেমন এস এল ই) প্রভৃতি। কখন ডায়ালিসিস করতে হবে—যখন কিছু উপসর্গ বিশেষ ভাবে প্রকট হয় যেমন ইউরেমিক সিম্পটমস্। রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি বেশী থাকার জন্য বমি, বমির ভাব, খিদে কমে যাওয়া, চুলকানি প্রভৃতি হয়। হিপেকালেমিয়া হলে যা সাধারণ চিকিৎসায় কাজ করে না, শরীর ফুলে যায়, ওষুধে কাজ হয় না, অ্যাসিডোসিস, যা চিকিৎসায় ঠিক হয় না, রক্তক্ষরণ হলে বা জি এফ আর ১০ মিলি প্রতি মিনিটের কম হলে।

ডায়ালিসিস প্রধানত দুই প্রকার। (১) হিমোডায়ালিসিস, (২) পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস।

(১) হিমোডায়ালিসিস তিনটি প্রধান অংশ। (ক) ডায়ালাইজার এটি একটি চেম্বার যার মধ্যে দিয়ে রক্ত ও ডায়াসাইলেট উচ্চ বেগে প্রবাহিত করা হয়। (খ) ডায়াসাইলেট (গ) ব্লাড ডেলিভারী সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে Extracorporal Circuit এবং Dialisis Access ডায়ালিসিস যন্ত্রে আছে Blood pump, Dialisis Solution, Delivery (ystem এবং (afety Monitor.

Dialisis Access : যেমন-Fistula, Graft অথবা ক্যাথেটার। হাতের শিরার সঙ্গে ধমনীর সংযোগ ঘটিয়ে A-V fistula তৈরি করা হয়।

বেশির ভাগ End Stage Renal Disease রোগীর ক্ষেত্রেই সপ্তাহে ৯-১২ ঘন্টা ডায়ালিসিস করার দরকার হয়, সাধারণত সপ্তাহে তিনবার। এই প্রক্রিয়ায় হেপারিনযুক্ত রক্ত ডায়ালাইজারের মধ্যে দিয়ে চালিত করা হয় ৩০০-৫০০ মিলিলিটার প্রতি মিনিটে এবং ডায়ালাইসেটকে বিপরীতমুখী চালিত করা হয়। ৫০০-৮০০ প্রতি মিনিট হারে।

হিমোডায়ালিসিসের সমস্যা- রক্তচাপ কমে যাওয়া হল একটি সাধারণত সমস্যা, বিশেষত ডায়াবেটিস মেরিটাস রোগীদের ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত আল্ট্রা ফিলট্রেশন বা রক্তচাপের ওষুধ বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে এই অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে। তখন আলট্রাফিলট্রেশন বন্ধ করে দিতে হবে, স্যালাইন দিতে হবে। কখনও কখনও Arterovenous Fistula বা Graft থাকলে হাই আউটপুট কার্ডিয়াক ফেলিওর হতে পারে। এছাড়াও মাসল ক্র্যাম্পস, Anaphylactoid reactions প্রভৃতি হতে পারে। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

ঘটনার পরম্পরা

বর্তমানে সিরিয়া বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ বাস্তুচ্যুত মানুষের অতীতের ঠিকানা। শুধুমাত্র ইউরোপে নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে এখন 'সিরীয় উদ্বাস্তু'-রা একটা বিপন্ন প্রজাতি। বৈপ্লবিক শক্তির অসামান্য জয়ের পর ধরে নেওয়া যায় সেই গৃহহীন উদ্বাস্তুরা স্বগৃহে ফিরছেন। গত ৮ ডিসেম্বর সিরিয়াতে যা ঘটে গেল, তার বিস্তারিত জানতে আরও কিছু সময় লাগবে। তবে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, সিরিয়াতে বিরোধী শক্তির জোট পরিকল্পনামাফিক আক্রমণ চালিয়ে চব্বিশ বছরের 'বাশার আল আসাদ'-এর জমানা যেভাবে শেষ করল, তা শুধু সিরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, পশ্চিম এশিয়াতে ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর একটা বড়সড় প্রভাব ফেলবে। তের বছর ধরে আসাদ স্টিম রোলার চালিয়েছে সিরিয়াতে। অথচ দমকা একটা আক্রমণের কাছে সরাসরি আত্মসমর্পণ করল সিরিয়ার সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যারা এতদিন আসাদকে সমর্থন করছিল, সমাপ্তি পর্বে তারা কেউই আসাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। সিরিয়ার রক্তাক্ত পর্বে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ গত এক দশকে গৃহহারা হয়েছেন।

শুধু সিরিয়াই নয়, গত ৮ বছরে একইরকম ঘটনা দেখা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ২০১৭ সালে অগস্ট মাসে তাইল্যান্ডে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ইংলাক শিনাবাত্রা। একই বছরের নভেম্বরে লেবাননের সাদ হারিরি গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ২০১৯ সালে বলিভিয়াতে ইভো মোরালেস, ২০২১-এ আফগানিস্তানে আশরফ গনি, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার গোতাবায়া রাজাপক্ষে, ২০২৩-এ ভেনেজুয়েলার গুয়ান গুয়াই ডোকে-কে সিংহাসন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে পদত্যাগ এবং পরে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। সর্বশেষটি হল ২০২৪ সালে ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার ঘটনাটি। আমেরিকার বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'মিশরকে বাদ দিয়ে কোনও যুদ্ধ হয় না, আর সিরিয়াকে বাদ দিয়ে কোনও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না।' এতদিন পরে কিসিঞ্জারের সেই কথা আজ বাস্তব সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে। সিরিয়া আজ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। কিছু দেশ এতদিন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সিরিয়াতে অস্ত্র, অর্থ এবং সেনা সরবরাহ করেছে। এখন যুদ্ধশেষে ক'টা দেশ সিরিয়ার পাশে দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।

গৃহযুদ্ধের নামে এতদিন সিরিয়াতে চলছিল আমেরিকা-রাশিয়ার দড়ি টানাটানি। যখনই এই দু'টি দেশের বদান্যতা কমেছে, সেই সুযোগে আসাদ বিরোধী জোট সিরিয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষমতা দখলের জন্য। আসাদ শাসনের যবনিকা হওয়ার সাথে সাথে সিরিয়াতে ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েল। কারণ আসাদ বিরোধী ইসলামি জোট সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় এলে ইজরায়েলের দুয়ারে মহাসংকট। এবারই শুরু হল আসল খেলা।

ব্রহ্মানুভূতি

মহেন্দ্রনাথ সরকার

জড়-জগতে চেতনার অস্ফুট বিশ্বাস থাকলেও তার উপাদান এমন নয় যে সেখানে চেতনা মূর্ত হয়ে বিকশিত হতে পারে। আর উর্দ্ধচেতনা সবিশেষ রূপে প্রকাশিত হলেও তাতে ব্যষ্টিত্বের স্ফূরণ হয় না, আকাশের মতো সে অপরিচ্ছন্ন। ব্যষ্টিত্বের ভেতর একটা পরিচ্ছন্ন ভাব। উপনিষদের দৃষ্টিতে চেতনা ভিন্ন সত্তা নেই। তা হলেও সৃষ্টির উর্দ্ধে ও অধস্তরে চেতনার একরূপ প্রকাশ নেই। উর্দ্ধে চেতনা আমূর্ত হয়েও ক্রিয়াশীল ও সর্ব্বব্যাপী। এখানে ব্যষ্টি সমষ্টি বোধ নেই। অধস্তরে চেতনার অস্ফুট প্রকাশ, ব্যক্তিত্বে মূর্ত হয়ে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তিত্বের সঞ্চার মনুষ্য জগতেই হয়, এখানে চেতনার আমি বোধ সুস্পষ্ট। এই আমিত্বের বোধ ব্যক্তিত্বের মূলে। এই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ হিরণ্যগর্ভে। অস্পষ্ট জ্ঞান সোনে নেই। স্মৃতির সমুজ্জ্বলিত প্রকাশে হিরণ্যগর্ভ পূর্ণ। ব্যক্তিত্বের নানা স্তর আছে। জ্ঞানে স্বচ্ছতার তারতম্য নিয়ে স্তর বিভাগ। হিরণ্যগর্ভ প্রথম শরীরী হলেও, তার অন্তরদীপ্তি ব্যষ্টিজগতের সকলের অপেক্ষা অধিক। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ-চেতনার প্রাথমিক ব্যক্তিবোধ। তার সঙ্গে সঙ্গে সকল ব্যষ্টিজীবনের সম্বন্ধ আছে, কারণ ইনি হলেন মুখ্য ব্যক্তি। এই সমৃদ্ধ প্রত্যক্ষীভূত। কিন্তু ইনি ঈশ্বর নন, ইনিও জীব। সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের ইনি আবার, প্রকাশশীল ও স্বচ্ছ। এর ব্যক্তিত্বে চেতনার স্ফুটতর প্রকাশ। কারণ ইনি ব্যক্তিচেতনার মূল আশ্রয়। এঁর বিকাশ হয় সৃষ্টির কোনো কালে ইনি আদিম পুরুষ নন।

কার্ল মার্কস—ব্রিটিশ শিল্পব্যবস্থা ভ্যাম্পায়ারের মতোই মানুষের রক্ত শোষণ করে খেয়ে বেঁচে থাকে। শিশুদের রক্তও।

কনফুসিয়াস—সুশাসিত সমাজের জন্য দারিদ্র লজ্জার। আর যে দেশ ভালোভাবে শাসিত নয়, সেখানে সম্পদ লজ্জার।

বি আর আম্বেদকর—যদি কখনও দেখি সংবিধানের অপব্যবহার, তখন আমিই প্রথম ব্যক্তি যে সেটাকে জ্বালিয়ে দেব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সবই তার অধীন।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ জানুয়ারি — কবি জসিমউদ্দিনের জন্ম ১৯০৩
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম ১৮৪৯
২ জানুয়ারি — থিয়েটারের অভিনেতা সফদর হাসমিকে হত্যা ১৯৮৯
ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' ও 'পদ্মবিভূষণ' চালু হল ১৯৫৪
৩ জানুয়ারি — উড়োজাহাজ পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৯৬
গ্রেটা থুনবার্গের জন্ম ২০০৩
৪ জানুয়ারি — শরৎচন্দ্রের লেখা 'পথের দাবি' বইটি নিষিদ্ধ হল ১৯১৭
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হল ১৯০৬
৫ জানুয়ারি — বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৮০
মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জন্ম ১৫৯২
৬ জানুয়ারি — অন্ধদের জন্য বর্ণমালা আবিষ্কার করলেন লুই ব্রেল ১৮৫২
ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭
জাহাজে করে কলকাতায় এলেন মাদার টেরেসা ১৯২৯
৭ জানুয়ারি — আন্তর্জাতিক রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করলেন মার্কনি ১৯০৪
৮ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলিকে শাস্তি দেওয়া হল তার মতের জন্য ১৬৪২
লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯
পদার্থবিদ স্টিফেন উইলিয়াম হকিংয়ের জন্ম ১৯৪২
৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানার জন্ম ১৯২২
অ্যান্টারটিকায় ভারতের বিজ্ঞানী দলের প্রথম পদার্পণ ১৯৮২
১০ জানুয়ারি — ভারত-পাকিস্তান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৬৬
জেল থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন মুজিবর রহমান ১৯৭২
১১ জানুয়ারি — ভারতে নিউজপ্রিন্ট চালু হল ১৯৫৫
পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে হল বাংলাদেশ ১৯৭২
১২ জানুয়ারি — স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১৮৬৩
বিপ্লবী মাস্টার দা-র ফাঁসি ১৯৩৪
জাতীয় যুব দিবস
১৩ জানুয়ারি — ভিয়েতনামের নেতা জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ কে সম্বর্ধনা দেওয়া হল কলকাতায় ১৯১১
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কলকাতায় গান্ধীজির অনশন ১৯৪৮
১৪ জানুয়ারি — বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির জন্ম ১৮৮৭
গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম ১৯১২
মাদ্রাজের নাম বদলে তামিলনাড়ু হল ১৯৬৯
১৫ জানুয়ারি — কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪
১৬ জানুয়ারি — লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ১৯৩৮
১৭ জানুয়ারি — আফগানিস্তানে পালিয়ে গেলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ ২০১০
অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের প্রয়াণ ২০১৪ (জন্ম ১৯৩১)
১৮ জানুয়ারি — প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ১৯১৯
১৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের জন্ম ১৯৩৬
ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬
জীবন বিমা রাষ্ট্রয়ত্ত হল ১৯৫৬
২০ জানুয়ারি — সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের প্রয়াণ ১৯৮৮
হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) চালু হল ১৮১৭
২১ জানুয়ারি — ভারতে কম্পিউটার চালু হল ১৯৬৯
আলবেনিয়া প্রজাতন্ত্র হল ১৯২৫
২২ জানুয়ারি — বন্দি অবস্থায় শাহজাহানের প্রয়াণ আগ্রা দুর্গে ১৬৬৬
অন্ধদের জন্য দেরাদুনে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬৩
২৩ জানুয়ারি — নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৯৭
দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট চালু হল ১৯৬৫
২৪ জানুয়ারি — ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হল 'জনগনমণ' ১৯৫০
২৫ জানুয়ারি — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪
জাতীয় ভ্রমণ দিবস
মাদার টেরেসাকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হল ১৯৮০
২৬ জানুয়ারি — গোটা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হল ১৯৩১
জাতীয় স্মারক হিসেবে অশোক চক্রকে গ্রহণ করা হল ১৯৫০
ভারতে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ১৯৫০
২৭ জানুয়ারি — সংগীত স্রষ্ঠা মোজার্টের জন্ম ১৭৫৬
২৮ জানুয়ারি — লালা লাজপত রায়ের জন্ম ১৮৬৫
ভগিনী নিবেদিতার ভারতে আগমন ১৮৯৮
২৯ জানুয়ারি — হিকির সম্পাদনায় বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হল ১৭৮০
অ্যান্টন চেকভের জন্ম ১৮৬০
গ্যাসোলিন দিয়ে চালিত প্রথম মোটরগাড়ির পেটেন্ট পেল কার্লব্রেনজ ১৮৮৬
৩০ জানুয়ারি — গান্ধীজিকে হত্যা ১৯৪৮
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের জন্ম ১৮৮২
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির উদ্বোধন করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৩
জার্মানীর চ্যান্সেলর হলেন হিটলার ১৯৩৩
৩১ জানুয়ারি — পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭
ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখী বলে ঘোষণা ১৯৬৭
সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ একসঙ্গে হল ২০১৮

গত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জাতীয় উৎপাদনে হেরফের

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতের অর্থব্যবস্থা নিয়ে বেশ বড় রকমের কথা শোনা যায় অনেক মানুষের মধ্যে। কিছু কিছু মানুষ এখন বুঝতে শুরু করেছেন যে ভারতের আর্থিক উন্নতি এমন তীব্রগতিতে হচ্ছে যে কিছু দেশের মধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হয়ে যাবে এব আরো পরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। ভারতের ঐ যে আর্থিক সাফল্যের গর্ব এটা কিন্তু খুব বেশিদিনের কথা নয়। নরেন্দ্র মোদির প্রথম পাঁচ বছরেও এরকম চিত্রনাট্য কিন্তু ছিল না। এটা শুরু হয়েছে যখন পীযূষ গোয়েল অর্থমন্ত্রী ছিলেন তাঁর সময়ে। এই খবর খোলাসা করেছেন যিনি তিনি গোয়েলের সময়ে অর্থ দপ্তরের সচিব ছিলেন। তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র গর্গ। এই বিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিক বই 'দি টেন ট্রিলিয়ন ড্রিম ডেন্টেড' (The 10 Trillion Dream Dented) নামক বইতে। তখনই প্রচার শুরু হল ভারতের অর্থব্যবস্থা ২০৩৫ সাল নাগাদ ১০ ট্রিলিয়ন ডলার উন্নীত হবে। ধরুন জাপান, যা এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থব্যবস্থা তার দ্বিগুণেরও বেশি। তারপর থেকেই এই ধারায় আলোচনা শুরু হয় ভারতে কত কম সময়ে পাঁচ ট্রিলিয়ন, কতদিন ১০ ট্রিলিয়ন এবং কম দিনে ২০ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থব্যবস্থা তৈরি হবে। এখন প্রধানমন্ত্রীই বলছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যেই ভারত উন্নত দুনিয়ায় প্রবেশ করবে।

উন্নত দুনিয়াতে প্রবেশ কীভাবে করবে?

উন্নত দেশ বলতে কিছু প্রচলিত হিসাব আছে। বিশ্বব্যাঙ্ক মনে করে যদি কোন দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় বছরে ১৪ হাজার ডলার হয় তবে তাকে বলা হবে উন্নত দেশ। ভারতের এই সময়ে গড় মাথাপিছু আয় হল ২৫৫০ থেকে ২৬০০ ডলার। অর্থাৎ মানুষের বছরে গড় আয় অন্তত পাঁচগুণ বাড়লে তবেই হতে পারে উন্নত দেশ। তবে ভবিষ্যতে এই সীমা আরও বাড়তে পারে। এটা মনে রাখতে হবে ভারতের জনসংখ্যা এখন পৃথিবীর সর্বাধিক। তাই ১৫০ কোটি জনগণের মাথাপিছু গড় আয় অন্তত পাঁচগুণ বাড়ানোর কিন্তু খুব সামান্য কথা নয়।

এছাড়া মনে রাখতে হবে কী কী হিসাবে এইরকম প্রচার হচ্ছে যে ভারত আগামী কত কত বছরের মধ্যেই এত এত বড় অর্থব্যবস্থা হয়ে উঠবে? এর পিছনে সামান্য একটা গাণিতিক নিয়ম কাজ করছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে ভারত যদি ৮, ৯ কিংবা ১০ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বাড়াতে থাকে তবেই তো এটা সম্ভব এবং গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকে যখন দেখা যাচ্ছে আয় ৮ শতাংশের বেশিই বাড়ছে। তখন এই কাহিনীকে আরও জোরদার করে বলা হচ্ছে। এই বিষয়টি কিন্তু অনেক লোক বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার জীবনে আর্থিক দিক থেকে সবল। তবে কিছুদিন আগেই লেখক কয়েকজন আর্থিক দিক থেকে এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অসফল কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় দেখেছে যে তাঁরা নিজেরা যাইহোক, তারাও বিশ্বাস করে ভারতের বিশাল আর্থিক উন্নতির কথা। তাদের প্রশ্ন করা হল তাদের ব্যক্তিগত এবং আশপাশের অভিজ্ঞতা তাই বলে কী না। তাতে ধমকে গেলেও বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই দেশের বহু লোকের অবস্থা খুব ভাল হচ্ছে। না হলে এরকম কেন বলা হচ্ছে? আরো প্রশ্ন করা হল অন্তত ২৫ টাকা মাইনেতে চাকরি পেয়েছে। গত দুই-এক বছরে এরকম তারা ক'জনকে চেনে? আবার আমতা আমতা করতে লেখককে উল্টো প্রশ্ন করে তবেই কী দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে না? আসল উত্তরটা স্পষ্ট করা বললে সমস্যা হয়। তাই বিভিন্নভাবে উদাহরণ দিয়ে কিছু বলার পর তারা বেশ বিব্রতবোধ করতে থাকে এবং পরে অন্য কথায় চলে যায়।

এটাই এখন বাস্তব কয়েকটি ত্রৈমাসিকের ফল দেখে ভবিষ্যতের বড় গল্প তৈরি করলে সর্বনাশ নিশ্চিত। এটা মনে রাখতে হবে যদি সত্যিই দেশ এগিয়ে যেতে পারে তবে আগামীদিনে আর্থিক অগ্রগতির হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। পাহাড়ে এক নাগাড়ে ওঠা কঠিন। আমেরিকার উন্নতির ২/৩ শতাংশের উপরে ওঠা কঠিন। চিন ৯/১০/১১/১২ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে পাঁচ শতাংশে। জাপান ৩/২/১ শতাংশের এদিক-ওদিক। এই প্রসঙ্গেই গত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক বিকাশের হতাশাজনক ফলকে দেখতে হবে।

আর্থিক উন্নতি বৃদ্ধির দুর্বলতা বোঝাই যা ছিল

গত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ বর্তমান অর্থবর্ষ ২৪-এর জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের আয় বৃদ্ধি কমে ৫.৪% নেমেছে। এটা তুলনা করা হয় গত অর্থবর্ষের (২৪) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের বৃদ্ধির সঙ্গে। এটিকে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম? একটা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, অনেক কথা কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেই আসছে ২৫ অর্থবছরে আয় বাড়বে ৭.২% হারে অর্থমন্ত্রক হিসেব করে আশা করছে বৃদ্ধি হবে ৬.৫ থেকে ৭%। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব নিয়ে বিশেষজ্ঞের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেকের গলাতে শোনা যাচ্ছে। এখনও অনেকে বিশেষজ্ঞ বলতে চাইছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জেনেশুনেই কারো মন রাখতে এভাবে বাড়াবাড়ি হিসাব দিয়েছে। তাই প্রত্যাশাপূর্ণ হয়নি বা হতাশাব্যাঞ্জক। এসব না বলে বলা উচিত বেশি বেশি আশা করাটাই অবাঞ্জনীয়।

একটা বড় বিষয় হল যে কেবল দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই এত কম আয়বৃদ্ধি কমে যাওয়াটা একমাত্র বিষয় নয়। এর আগে চারটি ত্রৈমাসিকে আয় বৃদ্ধি কমবেশি নিম্নমুখী। এই নেমে নেমে আশাটা কিন্তু আরও ভয়ের।

কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি নিম্নগামী?

সাধারণভাবে কৃষিক্ষেত্রে এবং পরিষেবা ক্ষেত্র বাদ দিলে বাকি সবক্ষেত্রেই এই অধোগতি লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ মূলত শিল্পক্ষেত্র খারাপ করেছে। অন্যদিকে অনেক বিশেষজ্ঞ দেখছেন কর্পোরেট ক্ষেত্রে বেশ খারাপ ফল হওয়াতেই এই ত্রৈমাসিকের আয় বৃদ্ধির হার একটা নেমে এসেছে। এই ফল হবে কি আগের থেকে কিছুটাও তা বোঝা যায়নি? এগুলো কিছু বিশেষজ্ঞ এসেও হাল ছাড়তে নারাজ। তারা বলে চলেছেন সামগ্রিক ২৫ অর্থবর্ষে আয় বৃদ্ধির হার খুব খারাপ হবে না, ৭% কাছাকাছিই থাকবে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হল ভারতে প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা-ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ এর উপলব্ধি। তিনি এটাকে হতাশব্যাঞ্জক মনে করলেও তার দৃষ্টি অনুযায়ী এটা হঠাৎ একবার হয়ে গেছে। আগামী ত্রৈমাসিকের বৃদ্ধি এমনভাবেই হবে যে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধির হার মোটামুটি পূর্বাভাস এর মতই হবে। যে ৬.৫% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তাই পুরো ২৫ অর্থবর্ষের জন্য তা ঠিক পূরণ হবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২.২% এ নেমেছে। গত ২৪ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এই হার ছিল ১১.৩%। নির্মাণ শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৭% যা গতবারের ১৩.৬% এর অর্ধেক। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্যাস, জল সরবরাহ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাল করেনি।

হেডলাইন দেখে দেশের আর্থিক হাল বুঝলে ভুল হবে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক কৌশিক বসু কিছুদিন আগে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচারের এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেছিলেন। বিষয় ছিল দি গ্লোবাল ইকনমি অ্যাট-এ টার্নিং পয়েন্ট ঃ হোয়াট শুড ইন্ডিয়া জু (The Global economy at a turning point : what should India do ?)। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, পৃথিবীতে অর্থব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে গত কয়েক দশকে। একটি মূল পার্থক্য তিনি উল্লেখ করেছেন যা হল জোগান শৃঙ্খল-এর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া। আগের যুগে ছিল যখন বিভিন্ন কোম্পানি গাড়ি বানাতো তারা ওই গাড়ির যন্ত্রাংশগুলোর প্রায় সবটাই তৈরি করতো। পরে টেকনোলজি পাল্টেছে। তখন যদি ১০০টা কোম্পানি গাড়ি বানাতো হঠাৎ ২টো বা ১টা কোম্পানি উৎপাদন বন্ধ করলে যেমন বাজারে কিছু গাড়ির যোগান কমতো ফলে তখনই গাড়ির দাম বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতো কারণ গাড়ির উৎপাদন কিছুটা কমেছে। বর্তমানে কোন গাড়ি উৎপাদন কোম্পানি গাড়ির যন্ত্রাংশ এক জায়গায় করে না। ১০০টা যন্ত্রাংশ হয়তো ৩০/৪০/৫০ টা দেশ থেকে তৈরি হয়ে আসছে। এসে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট স্থানে বা কয়েকটি দেশে অ্যাসেম্বলি হয়ে গাড়ির বাজারে আসছে। তাই এখন যদি কয়েকটি যন্ত্রাংশ বা একটি অংশই হঠাৎ উৎপাদন বন্ধ করে, বাকি সব চালু থাকলেও সব গাড়ি তৈরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ শিল্পের এই যোগান শৃঙ্খল পদ্ধতিটি ছড়িয়ে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বর্তমানে তাই জিয়ো পলিটিক্যাল স্থিতি বিরাজ করা আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের গণ্ডগোল সমগ্র বিশ্বকে ভুগিয়ে ছাড়তে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাদ্য, শিল্প, পোষাক ইত্যাদি সবই এখন এই যোগান শৃঙ্খলের দ্বারা যুক্ত। ভারতও বিভিন্নভাবে অনেকটাই যুক্ত।

ভারতের পাঁচটি আর্থিক দুর্বলতার দিক

প্রথম সমস্যা হল বেকারত্বের সমস্যা। তিনি নির্ভর করেছেন বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্যের উপর। কারণ তার সুবিধা হল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতের বেকারত্বের মধ্যে যুবকদের বেকারত্ব সর্বাধিক। এটা হল ১৫.৮%। বেকারত্বে হিসাব করা হয় কত লোক কাজ করতে চাইছে এবং মোট কত লোক শ্রমিক হিসেবে আছে তার অনুপাত। অর্থাৎ যদি মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ হয় এবং তার মধ্যে ১০ জন কাজের খোঁজ করেও পাচ্ছে না কোন একটা সময়কালে। তবে শতাংশের হিসেবে ১০% লোক বেকার। এই হিসাবে ভারতের পরে আছে চিন। ওদেশে যুবকদের বেকারত্ব ১৫.৭% । ভিয়েতনামে ৬.২% এবং সিঙ্গাপুরে ৪.৩%। ভারতে এবং চিনে তাই যুবকদের বেকারত্ব অতি বেশি। তবে বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় বহু মানুষ হতাশ করে কাজ খোঁজা ছেড়ে দেয় মনে করে কাজ পাওয়া যাবে না। সেই হিসাব দেখলে এই সংখ্যার অংক বেশি হবে বলেই মনে হয়। আবার ভদ্রস্থ কাজ বলে যে ধারণা আছে তার অর্থ হল সংসার চালানো যাবে এমন স্থায়ী কাজ। সেই হিসাব করলে ভারতের কী অবস্থা এটা বোঝা যেতেই পরে কিন্তু সেই নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব বেশি আমাদের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, সমস্যা হল অসাম্য এবং বর্ধিত হারে অসাম্য। পৃথিবী অসাম্য অর্থব্যবস্থাতে ভারত খুব উঁচুতে। এই অসাম্য গবেষণা যাঁরা যাঁরা করছেন তার মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে পরিচিত নাম টমাস পিকেটি। ইনি ফরাসী দেশের একজন অর্থনীতিবিদ। পিকেটি বলেছেন, উপরের দিকে আয়ের ১০% মানুষ দেশের সমগ্র আয়ের ৪২% শতাংশ আয় করে। চিনের উচ্চ আয়ের ১০% মানুষ আয় করে চিনের মোট আয়ের ৩১%। এই বিষয়ে পিকেটি যুগ্মভাবে ন্যানসি চিয়ান (Nanci Qian) এর সঙ্গে গবেষণা করে দেখেছেন যে, ১৯৮৬ এবং ২০০৩-এর মধ্যে ভারতের উচ্চ আয়ে ১% মানুষের আয় বেড়েছে ৫০% অথচ চিনের তা বেড়েছে ১২০%। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে যেভাবে কর নির্ধারণ ধনীদের পক্ষে যাচ্ছে তাতে চিনের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য বেশিদিন থাকবে না। চিনের সাধারণ মানুষের কাছেও কর নেওয়া হয় স্বল্পহারে হলেও। কিন্তু ভারতে কেবল ভাল আর্থিক হাল হলেই প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়। তবে সমস্যা অন্যত্র অর্থাৎ কর্পোরেশন কর আদায়। ভারতের ইউপি-এ সরকারের সময়ও মোট প্রত্যক্ষ করের দুই-তৃতীয়াংশ কর্পোরেটদের কাছ থেকে আসতো। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে কর্পোরেশন কর-এ বিরাট ছাড় দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানীর কর এখন ধার্য হয় ২৫.৯% হারে। কিন্তু এর ফলে বিনিয়োগ বাড়ার কোন চিহ্নই দেখা যায় নি। উল্টে অনেক কমেছে। ২০০৭-০৮-এ যে বেসরকারি বিনিয়োগের হার ছিল ২৭% তা ২০২০-২১-এ নেমে এসেছে ১৯.৬% হারে। তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি গগনচুম্বী না হলেও যথেষ্ট বেশি। এছাড়া আরো বড় বিষয় হল এটা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ১০%, ২০% উঠে থাকছে এবং তরিতরকারির ক্ষেত্রে এটা উঠেছিল প্রায় ৪৩% এখন একটু কমে ২৩% কাছে। তবে এতে করে সাধারণ, দরিদ্র মানুষ শেষ হচ্ছে। কারণ খাদ্যদ্রব্যেই আয়ের বেশি অংশ খরচ করে সাধারণ মানুষ। ধনীদের খাদ্যের জন্য খরচ করতে হয় তাদের আয়ের সামান্য অংশই। তাই সামগ্রিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হিসাবে বোঝা যাচ্ছে না যে গরীব মানুষ এবং অনেক সাধারণ মানুষ কী কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

চতুর্থত, রপ্তানি এবং বাণিজ্য ক্ষেত্র—এটা দেশের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। বিদেশি অর্থ পাওয়া যায় এবং কাজের সুযোগ বাড়ায়। তাছাড়া মুদ্রার বিনিময় হারও ঠিক রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ের কত অংশ রপ্তানি হচ্ছে সেই হিসাবে খুবই চিন্তার বিষয়। কারণ ১৯৯৯-এ রপ্তানির হার (জাতীয় আয়ের তুলনায়) ছিল ১০% এটা ২০০৩ নাগাদ দ্বিগুণ হয়ে উঠে আসে ২০%। পরে ২০১৩ সাল নাগাদ আরো বেড়ে হয় প্রায় ২৫%-এ। কিন্তু তারপর থেকেই এটা নামতে শুরু করে। পঞ্চমত, সঞ্চয় বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া সঞ্চয় না হলে বিনিয়োগ হবে না।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না হলে দেশের আয় বৃদ্ধি হবে না। এটা প্রথম বড় আকার ধারণ করে ১৯৮০-র শেষ দিকে। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান সকলে ৩৫% বা আরো বেশি ৪০% এর কাছাকাছি সঞ্চয়ের হার বাড়াতে পেরেছে এবং তারা বিরাট সাফল্য পেয়েছে। ভারত ২০% সঞ্চয়ের হার ছুঁয়েছে ১৯৮০-র শেষে। তবে বিরাট বৃদ্ধি চোখে পড়ে ২০০৩ নাগাদ যখন তা প্রথম ৩০% অতিক্রম করে। বিস্ময়করভাবে ২০০৪-এ ৩৯%-এ পৌঁছোয় এবং তখন ভারতের আয়বৃদ্ধির হার ৮% বা ৯% আরো বেশি হয়েছে। কিন্তু এই হার নিচে নামতে থাকে ২০১১-এরপর থেকে। এবং এখন এটা প্রায় ৩০%-এ নেমে এসেছে। এটা একটা বড় বিষয়। তাই সরকারের উচিত ঠিকমতো নীতি নির্ধারণ করা। যাতে করে এই সকল দুর্বলতা অতিক্রম করা যায়।

টাকার দাম তলানিতে, ভয়ঙ্কর বিপদ সংকেত বয়ে আনছে

জীবন চন্দ্র পাইন

আশঙ্কার ঘনঘটা সারা বিশ্ব জুড়ে। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে মন্দার প্রকোপ। আমেরিকার শেয়ার বাজার তার নেতৃত্বে। আমেরিকায় 'ফেড-রেট' কমার গতি, প্রত্যাশার তুলনায় কম। হতাশা বেড়েছে আগামী বছর সুদ আর না কমার ইঙ্গিতে। ভারতের অর্থনীতিতে অধোগতি নেমে এসেছে যার উপর নির্ভর করে তা হল রপ্তানিতে ভাঁটা, বেড়ে যাওয়া আমদানি খরচ, রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি, টাকার অবমূল্যায়ন, জিডিপি (GDP)-র শ্লথ বৃদ্ধি পাওয়া। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার নানা কৌশল অবলম্বন করলেও খুব তাড়াতাড়ি সুরাহা হবে বলে মনে হয় না।

গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে যা শেষ হয়েছে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল লগ্নিকারিদের 18.43 লাখ কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ। আগামীদিনে আর কত শেয়ার সম্পদ যাবে তা অচিরেই অনুমান করা যাচ্ছে। এই সপ্তাহ কালে সেনসেক্স পড়ল 4061.53 পয়েন্ট এবং নিফটি এসে দাড়িয়েছে 23587.50 পয়েন্টে।

আমেরিকার বর্তমান আর্থিক চিত্রতে শুধু ভারতেই আতঙ্কের আবহাওয়া বেড়েছে তা নয়, সারা বিশ্বজুড়ে এই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। লগ্নিকারিরা নিচু বাজারে বিনিয়োগ করলেও, সামান্য মুনাফা পেলেই আবার বেচার হিড়িক এসে যাচ্ছে। যা বাজারকে স্থায়ীভাবে উপরে যেতে দিচ্ছে না। সবাই বাজার থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকতে চাইছে। মেপে মেপে পথ চলতে চাইছে। আপনাকেও এটা অনুসরণ করতে হবে। তবে যারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগে আগ্রহী তারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন অনেকটা। সংশোধন হয়েছে এমন শেয়ার বেছে বেছে SIP (Systemetic Investment Plan) পদ্ধতিতে লগ্নিতে ধ্যান দিতে পারেন। বিদেশি মুদ্রার ভান্ডারও একটু একটু করে হ্রাস পাচ্ছে ভারতের। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ১৩ ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার হয়েছে 65,286.9 কোটি। (কমেছে 198.8 কোটি)। তার আগের সপ্তাহে ওই ভান্ডার 323.5 কোটি কমেছিল। এটা একটা চিন্তার ব্যাপার।

মোটের ওপর লগ্নিকারিকে মিশ্র পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে। গতি-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে বিবাদ পিছু ছাড়বে না। সাবধানে পা ফেলতে হবে। নতুন বছর (২০২৫) আসছে। তাকিয়ে থাকবো নতুন কিছু বার্তার জন্য।

মোটামুটিভাবে একটা অর্থনৈতিক চিত্র দেওয়া গেল। সমস্ত দিক বুঝে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রেখে বাজারে কাজ করুন। নিচে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা গেল বিনিয়োগ ভাবনাকে মাথায় রেখে।

রাইটস (Rites) : রেলওয়ে শেয়ার। বর্তমানে যে কটা রেলওয়ে শেয়ার আছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রথম সারির শেয়ার। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রনালয় থেকে 297 কোটি টাকার একটা বড় অর্ডার এই কোম্পানি পেয়েছে। বিভিন্ন রেলওয়ে শেয়ার কোম্পানিগুলোতে অর্ডারের বন্যা নেমেছে। বেসরকারি সংস্থা থেকেও অর্ডার আসছে। মধ্যপ্রদেশ ও লোকোমোটিভ থেকেও অর্ডার আসছে। কোম্পানির অগ্রগতি বেশ চমকপ্রদ। শেয়ারের বর্তমান দাম 296 টাকার কাছাকাছি। মধ্যমেয়াদে 350–380 টাকার কাছে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এই শেয়ারে ভালো রকম জোয়ার আসবে। সংশোধনে কেনার কথা ভাবতে হবে।

মফতলাল ইনডাস্ট্রিস লিমিটেড (Mafatlal Industries Limited) : 120 বছরের কোম্পানি। পঞ্চম জেনারেশন (প্রিয়ব্রত মফতলাল) এখন এর ম্যানেজমেন্ট সহ কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। Valuation-এর দিক থেকে দেখলে শেয়ারের দাম সস্তা। 1200 কোটির বেশি অর্ডার বুক এই কোম্পানির আছে। কোম্পানির Fundamental Base খুব ভালো। 4600 কোটি টাকার বাজার মূলধন। মাত্র 88 কোটি টাকার ধার বাজারে আছে। বড় বড় মিউচুয়াল ফান্ডগুলির বিনিয়োগ এই শেয়ারে আছে। তাছাড়া দেশি ও বিদেশি সংস্থাগুলি এই শেয়ারে বিনিয়োগ করে আছে। ভালো পরিমাণ শেয়ার প্রোমোটারদের হাতে আছে। ম্যানেজমেন্ট খুব শক্তিশালী। শুধু কাপড়ের কাজ ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসাতেও মূলধন বিনিয়োগ করছে। বর্তমান দাম 190 টাকার কাছে। স্বল্পমেয়াদে 230 টাকা থেকে 250 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে বিভিন্ন রেটিং সংস্থা। মধ্যমেয়াদে 350 টাকার কাছে যেতে পারে। আর দীর্ঘমেয়াদে অনেক দূর যাবে। বাজার সংশোধনে নেবেন। SIP-তেও আপনারা বিনিয়োগ করতে পারেন।

সিজিলিটি ইন্ডিয়া (Sigility India) : কোম্পানি পুরোনো কিন্তু NSE এবং BSE খুব বেশিদিন নথিভুক্ত হয়নি। শেয়ার বাজারে ছোট ছোট করে কাজ চলছে। জেফরিজ (Gefrij) এর রেটিং সংস্থা—যার তরফ থেকে রিপোর্ট আসছে ভালো। আগামীদিনে এই শেয়ারে ঝলক আসবে। বর্তমান দাম 43.90 টাকা। জেফরিজ আগামীদিনে 52-55 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। ছোট শেয়ার, দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারেন। বাজার সংশোধনে নজর রাখুন। এটি একটি উদীয়মান সূর্য।

এছাড়াও বাজারে নানা কারণে ভালো সংশোধন হচ্ছে। ভালো ভালো শেয়ার বেশ নিচুর দিকে আছে। আই টি, ফার্মা এবং রেলের শেয়ারে বিনিয়োগে ধ্যান দিন। Yes Bank অনেকটা উপর থেকে নিচের দিকে এল। 19-20 টাকার আশে-পাশে চলছে। হয়তো আর একটু নিচে যেতে পারে। যদি 16-17 টাকার আশে -পাশে আসে নির্দ্বিধায় নিতে পারেন। তাছাড়া যারা কিস্তিতে বিনিয়োগ করে যাচ্ছেন তারা চালিয়ে যাবেন। আইটিসি, ইনফোসিস, টাটা মোটর, এস বি আই, HDFC Bank ইত্যাদি শেয়ার সংশোধনে নেবার কথা ভাবতে হবে।

Commodity :

আমেরিকার বন্ড মার্কেটের দাম বৃদ্ধিতে ও ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নে সোনা ও রুপোর দামে ভালোরকম সংশোধন হয়েছে। 75,500 টাকার কাছে সোনা এবং 86,500 টাকার কাছে রুপো আসলে একবার নিয়ে খেলার কথা ভাববেন। একটা কথা জেনে রাখুন সোনা বা রুপো এই জায়গায় থাকবে না। উপরে উঠতে বাধ্য হবে। Natural Gas 295-300 টাকার কাছে আসলে বেচে বেচে কাজ করুন। তবে নিচে বেশি দেখবেন না। মুনাফা ঘরে তুলবেন। আজ এই পর্যন্ত। পরবর্তিতে খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন।

(মতামত নিজস্ব) ৯৮৩৫৫ ৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১ ৩৬১৯৮

স্বপ্নের হুড়োহুড়িতে গলদঘর্ম খাদ্য প্রস্তুতকারকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- একটা মোবাইল মানে গোটা দুনিয়া হাতের মুঠোয়। কোভিড পর্ব চুকে যাওয়ার পর গত তিন চার বছরের মধ্যে এই দুনিয়ায় জন্ম হয়েছে একটা নতুন আইটেমের। এঁদের নাম ইনফ্লুয়েন্সার ওরফে ভ্লগার। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা অ্যাকাউন্ট থাকলেই, আপনি এঁদের অবশ্যই চেনেন। এই ভ্লগাররা একটা সাধারণ রেল স্টেশন থেকে গ্রামের মাঠ পর্যন্ত সবরকমের হেঁশেলে সুখাদ্য খুঁজে বেড়ান। এর ফলে একটা নগণ্য দোকান ক্রমে ক্রমে 'ফুড ভ্লগার'-দের ব্যবস্থায় অর্থাৎ ক্যামেরায় তোলা ছবির সৌজন্যে রমরমা হয়ে ওঠে। আবার কিছু কিছু খাবারের আগে একটি 'বিশেষ বিশেষণ' যুক্ত হয়ে যায়, সেই খাবারের দোকানদার অথবা প্রস্তুতকারকরা কখনও কখনও সেলিব্রিটির পর্যায়ে উঠে আসেন। যেমন অমুকের দোকানের বিরিয়ানি, পেটাই পরোটা, সাইকেল অথবা ভ্যানে তমুক দাদা-বৌদির সবুজ পোলাও মাংস, দাদা-দিদির রুমালি পরোটা অথবা সরভাজা মিশিয়ে চা ইত্যাদি। সে যদি প্রবাসী হয় তাহলে তাঁর নামের পাশে জম্পেশ করে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাটাও জুড়ে দেওয়া হয়। ক্যামেরায় রান্না করার বিভিন্ন কৌশল, কোন ব্র্যান্ডের ঘি দিচ্ছেন, অথবা মাখন, চিজ কীভাবে মেশাতে হচ্ছে, কোন ব্র্যান্ডের তেল ব্যবহার হচ্ছে, অসময়ের আনাজ এনে দেওয়া হচ্ছে রান্নাতে, সঙ্গে কারও কারও শরীরি অঙ্গভঙ্গিও তুলে ধরা হচ্ছে মোবাইলের পর্দায়। এবার সেই পথ ধরে কারও কারও ফ্যান পেজও চালু হয়ে যাচ্ছে।

সব বাজারই চায় নিত্যনতুন পণ্য। এখানে অবশ্য সেটা খাদ্যপন্য নয়, দৃশ্যপন্য—যা মোবাইল স্ক্রিনকে সমৃদ্ধ করবে। আপনার ইচ্ছের উনুনটা খুঁচিয়ে আরও উত্তপ্ত করে তোলার জন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন রিল। শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতা। আসল লড়াই, নকল লড়াই, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, রসাত্মক মন্তব্য। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'—কে অস্বীকার করে ভয় তাঁদের মনে বাসা বাঁধে যদি স্ক্রিন থেকে সরে যায় তাঁদের ছবি / কথা। দাদা-বৌদির বিরিয়ানি, 'বাদাম কাকু'-র কথা নিশ্চয়ই মনে রয়েছে। এত কিছু করার পরেও অনেকেই 'ফুড ভ্লগার'-দের ওপর বেজায় খাপ্পা। কারণ উন্নতির পাশাপাশি অবনতির ছবিটাও প্রচার হয়ে যায়। ব্যাস্ দোকানদারদের ব্যবসা লাটে।

এতকিছুর পরেও ভ্লগার এবং বিক্রেতারা কেউ কেউ হয়ে ওঠেন সেলিব্রিটি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক আসে। রাস্তাঘাটে এদের কেউ দেখলে হামলে পড়ে—এসব তো আছেই। একদল প্রভাবশালী এবং বিত্তশালী রেস্তোরাঁর মালিক বা কেটারিং কর্তারা এসব ফুড ভ্লগারকে দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। আসলে প্রাকৃতিক পরিবেশে মোবাইল ক্যামেরার তোলা বিভিন্ন অ্যাকশনে তৈরি ছবি বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে পাঙ্গা লড়ার একটা রিয়্যালিটি শো। এই শো-তে ওঠানামা আছে, সমব্যাথি হওয়ার সুযোগ আছে, স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার বাসনা আছে, টানটান ভাষার সঙ্গে ঈষৎ যৌন এলাচের ছোঁয়া আছে, বাজার গরম করার মতো সংলাপ আছে, পারিবারিক লড়াই-সংগ্রামের একটা মিশেল আছে এবং সর্বোপরি ভাগ্য বিড়ম্বনাকে দূরে সরিয়ে রেখে মাথা তুলে দাঁড়াবার কাহিনী আছে। মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ক্লান্তিকর দ্বিপ্রহরে, আয়াসময় সায়াহ্নে, নিভু নিভু লাইটে মধ্যরাতে অসংখ্য চোখ অবাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে কোন বিক্রেতার সাইকেল পাল্টে যাচ্ছে চার চাকায়, সিমেন্টের মেঝে পাল্টে যাচ্ছে শুভ্র পাথরে। একতলা টিনের ছাদ সরে গিয়ে হয়েছে পাঁচতলা। স্বপ্নের সাকার হওয়া কার না দেখতে ভাল লাগে।

প্রিয় সম্পাদক

বড়দিনের সেকাল-একাল

ইদানিং পার্ক স্ট্রিটের আলোর সজ্জা দেখতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া আর পাটিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ক্রিসমাস। চাপা পড়ে গেছে বড়দিনের বিভিন্নরকম রীতিনীতি। শুভেচ্ছা কার্ডের বদলে মোবাইলে শুভেচ্ছা বার্তার মধ্যে আটকে গেছে পারস্পরিক সম্পর্ক। উপহার দেওয়া-নেওয়ার রীতিও প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। সাহিত্যিকদের লেখা থেকে জানা গেছে, বড়দিনের সময় বাড়ির সহায়কদের একটা করে কম্বল বা চাদর দেওয়া হত। সঙ্গে লেবু, সন্দেশ, মোয়া, পাটালি তো থাকতই। বড়দিন উপলক্ষ্যে টানা ৭/৮ দিন ছুটি থাকতো। কেক কাটতেন বাড়ির কর্তা সেখানে বাড়ির ছোটদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সব পরিচিত কনিষ্ঠরা সমান ভাগ পেত। বাড়ির গৃহকর্ত্রী বলতেন, 'মনে রেখ বাপু, আজ বড়দিন। সাইজ যেন ছোট না হয়ে যায়। আজ আমাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনাটা আগের থেকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। উন্নত মানসিকতার ছোঁয়া ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

অসিত রায়, পার্কস্ট্রিট

মেট্রো সিঁড়ি

মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনের চলন্ত সিঁড়িগুলো প্রায়শই বন্ধ থাকে। ফলে অনেক যাত্রীর পাকা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে কষ্ট হয়। চলন্ত সিঁড়িগুলো সব সময়ে চালু রাখার আবেদন জানাচ্ছি। শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের একটি প্রান্তে কোনও চলমান সিঁড়ি নেই। চলন্ত সিঁড়ি তৈরি করার আবেদন জানাচ্ছি।

সুবল অধিকারী, শ্যামবাজার

শিয়ালদহে যানজট

এমনিতেই ব্যস্ত স্টেশন শিয়ালদহ। এরই মধ্যে শিয়ালদহ উত্তর শাখায় ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশের গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেকারণেই স্টেশনের সামনের রাস্তা দিয়েই সমস্ত যাত্রীকে বাইরে বের হতে হয়। স্টেশন চত্বর থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড অথবা ফ্লাইওভারের তিন প্রান্তে পৌঁছতে সাধারণ মানুষদের অনেক কষ্ট করতে হয়। সামনের সরু রাস্তাটিতে ভ্যান, মাথায় বোঝা নিয়ে অগুনতি মালবাহক একসঙ্গে সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে অসংখ্য দোকান মিলে পুরো চত্বরটাকেই যেন নরক গুলজার করে রেখেছে। রয়েছে ছিনতাইবাজ, পকেটমার এবং বেশ কিছু সমাজবিরোধী। এরা সুযোগের সন্ধানে থাকে। রেল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বিষয়টিতে। হয় হকারমুক্ত করা হোক স্টেশনের বাইরের চত্বর এবং ভ্যান রিকশা প্রভিতি যানকে বৌবাজারের দিক হতে স্টেশনে ঢোকার ব্যবস্থা করা হোক।

সুমিত বাগ, শিয়ালদহ

অবয়ব দেখেই

দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই আসলে অবয়ব নির্ভর অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধি, জ্যোতি বসু এবং আমাদের রাজ্যের জননেত্রীর কথা সকলেরই জানা। এই ছবি নির্ভরতা কমাতে হবে। সুতরাং নেতা অথবা নেত্রীর জন আকর্ষণী ক্ষমতার ওপর ভর করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি আসা-যাওয়া করছে।

বিপুল পাইন, বারাসত

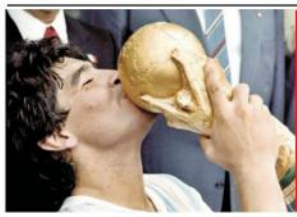

স্টেডিয়াম

কিস্তিমাত গুকেশের, ১৮ বছরে বিশ্বজয়

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে দু'হাত তুলে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছেন গুকেশ

সিঙ্গাপুর- ১৮ বছরের তরুণ দাবার ১৮তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন গুকেশ দোম্মা রাজু। তিনি চিনের ডিং লিরেনকে ১৪ তম গেমে হারিয়েছেন। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের পরে তিনি ভারতের দ্বিতীয় বিশ্বখেতাব জয়ী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। জেতার পরেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি। গুকেশ বলেন, "আমি প্রথম থেকে জয়ের আশা করিনি। কিন্তু লিরেনের একটি ভুল চালই আমার কাছে সুযোগ এনে দেয়।" ২০২৪ ভারতীয় দাবার সুবর্ণ সুযোগের বছর। এপ্রিল মাসে ক্যান্ডিডেটসে জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন গুকেশ। ইতিমধ্যে গুকেশের বন্দনা করতে শুরু করেছেন গ্যারি কাস পারভ থেকে শচীন তেণ্ডুলকরও। তিনি আরও বলেন, "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাগনাসের সঙ্গে খেলতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কার্লসেনের মতো বিশ্ব দাবায় একচ্ছত্র শাসন গড়ে তুলতে চাই। গুকেশের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ঐতিহাসিক এবং অনন্য কৃতিত্ব। গুকেশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ওর নাম দাবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' গুকেশের এত দূর আসার জন্য বাবা-মার অবদান কম নয়। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে আনন্দ ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে আছে গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি ও প্রজ্ঞানন্দ। এবছর দাবা অলিম্পিয়াডেও প্রথমবার পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। বিশ্ব দাবায় ভারতীয়দের আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার হচ্ছে। গুকেশ হল তার অন্যতম সংযোজন।

ফের ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ ভারত, ছন্দপতন প্রথম ইনিংসে

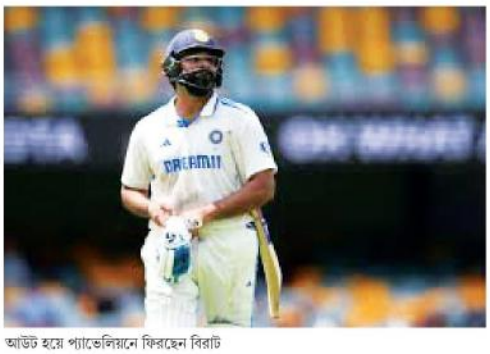

আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরছেন বিরাট

মেলবোন- মাত্র পাঁচ ওভারের মধ্যেই খেলার মোড় ঘুরে গেল মেলবোর্নে। যশস্বী ও বিরাটের জুটি ভেঙ্গে গেল। এর পেছনে রয়েছে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত। অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ সেঞ্চুরি পেলেন (১৪০)। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হল যশস্বীর (৮২)। অস্ট্রেলিয়ার সবাই আউট হয়ে যায় ৪৭৪ রানে। তৃতীয় দিনের শেষ পর্যন্ত ভারত নয় উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রান করেছে। যশস্বী এবং বিরাটের জুটি ভুল না করলে ম্যাচের পরিস্থিতি পাল্টে যেত। যশস্বী রান আউট হয়ে যাওয়ার পর বিরাটের মনঃসংযোগ চিড় খেয়ে যায়। তারপরে এক ওভারের মধ্যে বোলান্ডের বলে আউট হয়ে যান বিরাট। ভারতের হয়ে সেঞ্চুরি করেছেন নীতিশ কুমার রেড্ডি। যাইহোক ফলোঅন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে ভারত।

অশ্বিনের অবসর

ব্রিসবেন- প্রায় সকলকে চমকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন ১৮ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে সাংবাদিক সম্মেলনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করেন আর অশ্বিন।

পাকিস্তানের দফারফা

নিজস্ব প্রতিনিধি- অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ১৫ ডিসেম্বর ভারত ন'উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। এই জয়ের পেছনে রয়েছেন ১৭ বছরের স্পিনার সোনম যাদব।

বর্ষ সেরা ভিনিসিয়াস

লন্ডন- ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন ব্রাজিলীয় স্টাইকার ভিনিসিয়াস জুনিয়র। গত বছর লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী রিয়ালের অন্যতম সেরা কারিগর ছিলেন ভিনিসিয়াস। গত মরসুমে সব মিলিয়ে তাঁর গোল ছিল ২৪। সতীর্থদের জন্য গোলের বল তৈরি করে দিয়েছিলেন ১১ বার। মেয়েদের

বর্ষসেরার পুরস্কার পেয়েছেন মহিলা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন স্পেন দলের মিডফিল্ডার, বার্সেলোনার আইতানা বোনামাতি। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার এই সম্মান পেলেন। বছরের সেরা কোচ নির্বাচিত হন রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আনচেলোত্তি।

সৌদিতে বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড- ফিফা কংগ্রেস ১১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে, ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে সৌদি আরবে। তার আগে ২০৩০ সালে ফিফা বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগাল। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ছিল উরুগুয়ে। ফলে শতবর্ষের স্মৃতিকে ধরে রাখতে একটা করে ম্যাচ হবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়েতে। ১১ ডিসেম্বর ২১১টি দেশের প্রতিনিধিরা ভিডিয়ো কলে এই বৈঠক সারেন। ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে ভোটাভুটি থেকে বিরত ছিল নরওয়ে ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধিরা।

বাংলার মেয়েদের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- মেয়েদের জাতীয় ওয়ান ডে প্রতিযোগিতায় ২৩ ডিসেম্বর রেকর্ড রানকে তাড়া করে জিতেছে বাংলা। হরিয়ানার বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ উইকেটে ৩৯০ রান টপকে জিতেছে বাংলা। ট্রফি একটি বিশ্বরেকর্ড। মেয়েদের ওয়ান ক্রিকেটে এতদিন জয়ের রেকর্ড ছিল নর্দান ডিস্ট্রিক্টসের। তাঁরা ৩০৯ রান তাড়া করে জিতেছিল। সেই রেকর্ড ভেঙ্গে ছিল বাংলার মেয়েরা। ৮৩ বলে ১১৩ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন তনুশ্রী সরকার। বাংলার মেন্টর ঝুলন গোস্বামী বলেন, 'এই জয়টা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ম্যাচের সেরা তনুশ্রী সরকার

রুদ্ধশ্বাস জয় ম্যান ইউর

অপ্রতিরোধ্য ম্যান ইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কয়েক মিনিটের মধ্যে ম্যান সিটির জেতা ম্যাচকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ম্যান ইউ। এই দুটি দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। ফলে ই পি এলের ডার্বিতে দু'দলই আপ্রাণ চেষ্টা করছিল জেতার জন্য। ইপিএলের ১৫ ডিসেম্বরের ম্যাচে গুরুটা ভালোই করেছিল ম্যানসিটি। কিন্তু রেফারির শেষ বাঁশি বাজার আগেই বাজিমাত করে দিল ম্যান ইউ। খেলার ৩৬ মিনিটে প্রথম গোল করেন ম্যান সিটির গভারদিও লা। গোটা খেলার ম্যাচের রাশটা ধরে রেখেছিল ম্যান সিটি। খেলার ৮৭ মিনিটে পেনাল্টি পায় ম্যান ইউ। ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ৮৯ মিনিটে দর্শনীয় গোল করেন ম্যান ইউয়ের আমাদ দিয়ালো। রুদ্ধশ্বাস ডার্বিতে অমূল্য জয়টি তুলে নিল ম্যান ইউ। খেলা শেষে ম্যান ইউ-এর কোচ রুবেন আমেরিন বলেন, 'দলের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে' এই নিয়ে টানা দু'বার হারল পেপ গুয়ারদিওলার টিম ম্যান সিটি। অন্যদিকে, লা লিগায় রিয়েল মাদ্রিদ ড্র করেছে রায়ো ভ্যালকানোর সঙ্গে।

মেসির প্রশংসা

ইয়ামালের সঙ্গে মেসি

বার্লিন- বার্সেলোনার সঙ্গে দুই খেলোয়াড়ের সখ্যতা রয়েছে। দুজনেই লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী। পার্থক্য শুধু সময়ের। একজন হলেন লিওনেল মেসি এবং দ্বিতীয়জন হলেন লামিল ইয়ামাল। সম্প্রতি জার্মানিতে একটি অনুষ্ঠানে মেসি ইয়ামালের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তরুণ প্রজন্মের ফুটবলারদের মধ্যে তিনি ইয়ামালকেই সেরা বলে মনে করছেন। তার জন্য ইয়ামালকে পরিশ্রম করতে হবে।

ঝুলনের নামে স্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি- ইডেনে বি ব্লকে গ্যালারির একটা অংশ ঝুলন গোস্বামীর নামে করা হবে। সিএবি বিষয়টি ১৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল। ঝুলনের পাশাপাশি প্রয়াত সেনাবাহিনী কর্ণেল এন জে নায়ারের নামেও একটি স্ট্যান্ড করা হবে। এদিন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামী এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষীরতন শুক্ল, সৌরাশিস লাহিড়ি, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ২২ জানুয়ারি ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টি টোয়েন্টির দিন এই স্ট্যান্ড উদ্বোধন হওয়ার কথা।

উদয়পুরে সিন্ধু ও বেঙ্কটসাইয়ের বিয়ের আসরে উপস্থিত কেন্দ্রিয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী
অবৈতনিক শিক্ষা, বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা এবং বিদ্যালয়ের পোষাক
হরনাথ হাইস্কুল
(গভর্মেন্ট স্পন্সরড ও আবাসিক)
৭৮, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৬ ৮৫৭৯৩ / ৯৮৩০১ ৭৩৩০৪

২০২৪-এ বিশ্ব এইডস্ দিবসে আয়োজিত র‍্যালির কিছু স্মৃতি রোমন্থন

র‍্যালির বর্ণময় উদ্বোধন

আকাশবার্তাবহ বেলুন

সকলকে নিয়ে র‍্যালির যাত্রা শুরু করালেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

র‍্যালিতে পা মিলিয়েছেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা

১ ডিসেম্বরে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতারা

র‍্যালিতে আদিবাসী মহিলারা

চলছে বঙ্গবাসী কলেজে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবির

বাহির সিমলা সাংস্কৃতিক-এর উদ্যোগে স্পোর্টস ডে-তে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

ভিবজিওর অনুষ্ঠানে সম্পাদককে সম্বর্ধনা প্রদান

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

র‍্যালিতে রিং হাতে নৃত্য

র‍্যালিতে ব্যানার নিয়ে সংগঠনের সদস্যরা

র‍্যালিতে মহিলা রিগেড

র‍্যালির পরে রাস্তা পরিষ্কার

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা **(Spleen)** বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) সন্দীপ মিল, ৩) শীলা নন্দী, ৪) শৈলেন পাল, ৫) মালঞ্চ সাহা , ৬) রুবী মণ্ডল, ৭) এস এস চন্দ্র, ৮) গোপাল সাহা, ৯) সুদীপা কর্মকার, ১০) বিবেকানন্দ ঘোষ, ১১) অশোক পাল, ১২) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১৪) সুকোমল দে, ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৬) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৭) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৮) নবনীতা পাল, ১৯) রণিতা মিত্র, ২০) কুহু চ্যাটার্জি, ২১) দেবশঙ্কর নন্দী, ২২) অদিতি বসু, ২৩) মিতালি পাল, ২৪) দেব পাল, ২৫) সৌমিত্র বসু, ২৬) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৭) আবীর চ্যাটার্জি, ২৮) সঞ্জয় সাহা, ২৯) আশীষ ভট্টাচার্য্য ৩০) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৩১) সেখ নাজিবুর রহমান, ৩২) তৃষ্ণা বসু, ৩৩) ঋর্ণা সাহা, ৩৪) অনুরাধা মণ্ডল, ৩৫) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৬) রীতা ধর, ৩৭) বৈজন্তী নন্দন, ৩৮) জামালউদ্দিন মণ্ডল, ৩৯) ইন্দ্রনীল ঘোষ, ৪০) কণিকা বিশ্বাস, ৪১) সুনীতা মিত্র, ৪২) সীমা সাহা, ৪৩) ঝুমা দে, ৪৪) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৪৫) স্বপন দে, ৪৬) অনিতা শর্মা, ৪৭) সোনাই সরকার , ৪৮) জয়দেব দে, ৪৯) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৫০) অবন্তী পাল, ৫১) লীলাবতী মল্লিক, ৫২) রুমা চ্যাটার্জি, ৫৩) কেয়া ঘোষ, ৫৪) সুরজিৎ দত্ত, ৫৫) মুনমুন হোড়, ৫৬) দিলীপ হোড়, ৫৭) সোমা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.